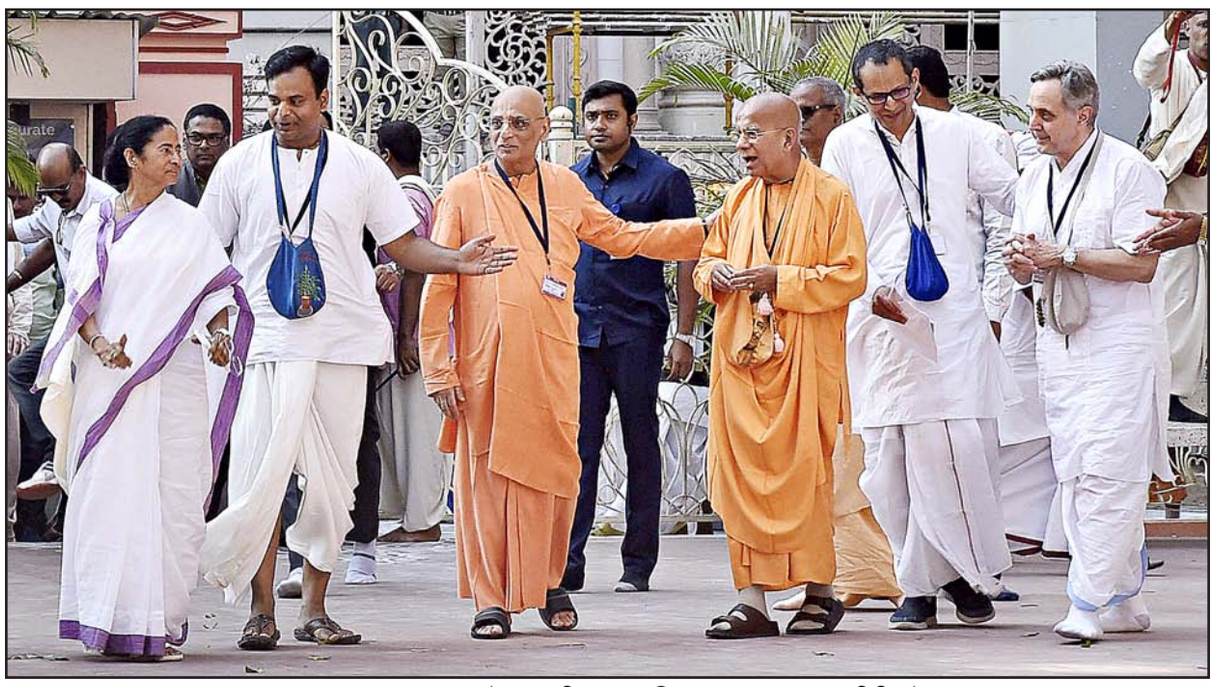

ভারতীদের তরফে মামলা প্রত্যাহার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ ভারতী ঘোষ এবং তাঁর স্বামী এমএভি রাজুর সিবিআই তদন্ত চেয়ে করা মামলাটি সোমবার প্রত্যাহার করতে চেয়েছেন তাঁদের আইনজীবী। কিন্তু রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মামলাকারীদের তাহলে সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দেওয়া উচিত এই নিয়ে। তখন বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, মামলাকারীর পক্ষ চাইলে মামলা প্রত্যাহার করতেই পারে। ফলে, ভারতী ঘোষ এবং তাঁর স্বামীর করা মামলাটি সোমবার খারিজ করে দেয় আদালত। ভারতীর আইনজীবী জানিয়েছেন, পুনরায় নতুন কিছু বিষয় যুক্ত করে মামলা করতে চান তাঁরা।

প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ এবং তাঁর স্বামী এমএভি রাজু তল্লাশির নামে সিআইডির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। সিবিআইকে দিয়ে ঘটনার তদন্তের দাবি করেন তাঁরা। কিন্তু এদিন তাঁদের আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁরা এখন মামলাটি প্রত্যাহার করতে চাইছেন। ফলে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। **অধরা ভারতী** ঃ প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ ও তাঁর দেহরক্ষী সুজিত মণ্ডলের এদিন পর্যন্ত কোনো হদিস পাননি সিআইডির কর্তারা। সোমবার সোনা নিয়ে প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় ইতিপূর্বে গ্রেফতার হওয়া বিমল ঘোড়ই নামে সোনার কারবারি ও ভারতী ঘোষের মাদুরদহে ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার রাজমঙ্গল সিংকে এদিন সিআইডির পক্ষ থেকে ঘাটাল আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট রাজমঙ্গল সিংকে পুনরায় ৩ দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং বিমল ঘোড়ইকে ২ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান। এদিনও ভারতী ঘোষের স্বামী এমএভি রাজুরও হদিস করে উঠতে পারেননি গোয়েন্দারা। রাজুকে ইতিপূর্বে দু-দুবার সিআইডির পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠিয়ে তাদের সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রাজু হাজির হননি।

বিজেপি হটাতে জোটে জোর সিপিআই-এর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ সিপিআই-এর রাজ্য কমিটি বিজেপি-কে রুখতে প্রয়োজন মতো কংগ্রেস এমনকি তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে পারে কিন্তু জোট করবে না। ৯ জন পূর্ণ সদস্য ও ৫ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য নিয়ে নতুন সম্পাদক মণ্ডলী গঠনের কথা এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, পুনর্নির্বাচিত রাজ্য সম্পাদক প্রবোধ পান্ডা। ২৬ তম রাজ্য সম্মেলনের শেষে গত ১০ ফেব্রুয়ারি সিপিআইয়ের রাজ্য কমিটির বৈঠকে নতুন সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয়। সাংবাদিক বৈঠকে প্রবোধবাবু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রবল সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপিকে হঠাতে কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিরোধী নয় সিপিআই। তবে কোনো ফ্রন্টে যাবে না তাঁরা। ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

ভারতী ঘোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় তাঁর বিপুল সম্পত্তি হয়েছে। শুধু বাড়ি নয়, কালো টাকা বোঝাই রয়েছে সমস্ত থানার মালখানায়। আগে মালখানায় তল্লাশি চালানো প্রয়োজন। ভারতী ঘোষ কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায় স্বীকারের দাবি তোলেন তিনি।

মধুর খোঁজে ।। তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বারুইপুরে ব্যবসায়ী খুন

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া এলাকায় এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সমগ্র এলাকায়। মৃতের নাম রফিক মিয়াঁ (২৯)। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, রফিকের বৈদ্যপাড়া এলাকায় একটি পান-বিড়ির দোকান রয়েছে। তিনি গভীর রাত পর্যন্ত ওই দোকান খোলা রাখতেন। মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকায় খুবই ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন ওই যুবক। তাঁর সঙ্গে কারোরই শত্রুতা নেই ওই এলাকায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে মদ্যপ যুবকরা তাঁর দোকান থেকে ধারে জিনিস কিনতে আসলে তাদের জিনিস না দিয়ে ফিরিয়ে দিতেন। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার কিছু মদ্যপ ব্যক্তির সঙ্গে রফিকের ঝগড়াও হয়েছে। আজ সকালে রফিকের রক্তাক্ত দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে, ওই যুবককে ভারী কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে।

ফেসবুকের প্রতি আসক্তি, প্রাণ গেল গৃহবধূর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তির দরুন প্রাণ হারাতে হল উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা এক স্কুল শিক্ষিকাকে। উলুবেড়িয়ার বাণীতলার বাসিন্দা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল ফেসবুকের প্রতি চূড়ান্ত আসক্তি। আর তাঁর ওই আসক্তির দরুন তাঁর স্বামী সন্দেহ করতেন যে, তাঁর স্ত্রী সম্ভবত ফেসবুকের মাধ্যমে কারও সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত। সেটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিয়মিত বচসা চলত। রবিবার রাতে বাড়ির কাছে একটি মাঠে চলছিল একটি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠান থেকে ফিরেই পম্পাদেবী সরাসরি তাঁর ঘরে চলে যান। স্বামী বাড়ি ফিরে তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে দেখতে পান স্ত্রী ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতা পম্পাদেবীর বাড়ির লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর স্বামী পার্থকে গ্রেফতার করে। মৃতা ওই গৃহবধূটি একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন।

উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগেই দক্ষিণ কলকাতা চেতলা থানার বাসিন্দা ৩৬ বছর বয়সি এক গৃহবধূরও ছিল ফেসবুকের উপর আসক্তি। তা নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াও ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর জেরে ওই মহিলার স্বামী তাঁকে খুন করে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এরপরই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা এক গৃহবধূরও ফেসবুকের প্রতি গড়ে উঠেছিল ব্যাপক আসক্তি। তাঁর ফেসবুকে সেই কথোপকথনে বিঘ্ন ঘটায় তিনি তাঁর বাড়ির পোষা কুকুর ও এক বছর দু-মাসের শিশুকন্যাকে পর্যন্ত খুন করে ফেলেন। পরে ধরা পড়ার পর তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করেন।

এবার ‘সরকারি’ রসগোল্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ওড়িশাকে হারিয়ে জি-আই মর্যাদা পাওয়ার পর এবার রসগোল্লা তৈরি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। উদ্দেশ্য, সুলভ মূল্যে আমজনতার কাছে এই অসামান্য মিষ্টান্ন সরবরাহ করা। বেলগাছিয়া ও মোহনপুরে তৈরি হবে রসগোল্লা সহ ছানা, ঘি, রাবড়ি, পনির, খোয়া ক্ষীর-ও। খুব শীঘ্র খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের বিপণন কেন্দ্রে রসগোল্লা সহ এইসব দুগ্ধজাত দ্রব্য মিলবে। প্রসঙ্গত, রসগোল্লার জি-আই মর্যাদা পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী এর ব্র্যান্ডিং করার কথা জানিয়েছিলেন। সেইমতো তা প্রস্তুতের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঠিক হয় নীতিও। মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সরকারি সূত্রে প্রকাশ, রসগোল্লা প্রতি দাম হবে ১০ টাকা। ঘি কিলোপ্রতি ৪৮০ টাকা, ২৫০ গ্রাম পনিরের প্যাকেট ৬৫ টাকা হিসেবে বাজারে সরবরাহ হবে। উচ্চমানের এই সরকারি উৎপাদন অচিরেই জনপ্রিয় হবে বলে সরকারের আশা।

সোমবার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। –পিটিআই

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্‌বেগ

নদিয়ায় পুলিশকে ধমক মুখ্যমন্ত্রীর

কৃষ্ণনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নদিয়ায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য পুলিশকেই দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকে সকলের সামনেই তিনি নদিয়ার পুলিশ সুপারকে ধমক দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জেলায় তৃণমূলের কর্মীরা খুন হয়ে যাচ্ছেন। একতরফাভাবে এই ঘটনা ঘটছে। আমি যেকোনো দলের কর্মীদের খুনের বিরোধী। কিন্তু শুধু তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরাই খুন হচ্ছেন কেন ?’ মুখ্যমন্ত্রী যখন পুলিশ সুপারের উদ্দেশে এইসব প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন, তখন মঞ্চে রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

নদিয়া সফরের আগে মুখ্যমন্ত্রী যে এই জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে রেখেছিলেন, তা তাঁর এদিনের বক্তব্যেই স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আর কোনো জেলায় খুন, ডাকাতির ঘটনা ঘটছে না। নদিয়া জেলার পক্ষে এটি একটি গুরুতর ব্যর্থতা।’ এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত এলাকার অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা এসে খুন করে চলে যাচ্ছে।’ তিনি যে শুধু খুন বা ডাকাতির জন্য পুলিশের সমালোচনা করেছেন তাই নয়, এরই পাশাপাশি তিনি সোনা চোরাচালান ও জাল নোট নিয়েও উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। জেলা প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘খুন, ডাকাতি এবং সীমান্ত এলাকার অপরাধ রুখতে আপনাদের আরও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।’ এব্যাপারে তিনি হাঁসখালি, তাহেরপুর, রানাঘাট, চাপড়া ও কৃষ্ণগঞ্জের পুলিশ অফিসারদের ব্যাখ্যা তলব করেন। নির্দেশের ঢঙে পুলিশ অফিসারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, ‘শুধু থানায় বসে থাকবেন না। রাস্তায় নেমে নজরদারি বাড়ান, দুষ্কৃতীদের মোকাবিলার চেষ্টা করুন।’ মুখ্যমন্ত্রী চান, পুলিশ যেন সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে।

প্রশাসনিক বৈঠকে শুধু যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই নয়। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচির ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি জানান, নবদ্বীপকে হেরিটেজ শহর হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নদিয়া জেলায় বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ ১০০ শতাংশ শেষ হয়েছে। মিড-ডে মিল প্রকল্প ঠিকমতো চলছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিডিওদের সব স্কুল পরিদর্শন করতে বলেন। জেলাশাসকদের তিনি ১০০ দিনের কাজের ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী চান, ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে যেন আরও বেশি কর্মদিবস সৃষ্টি করা যায়।

জমি নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থানের যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, মুখ্যমন্ত্রী এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের মধ্যে যাতে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, জমি নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। মানুষ চাইলে তবেই মানুষের উপকার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কল্যাণী থেকে বেলঘরিয়া যাওয়ার জন্য নতুন একটি রাস্তা তৈরি করা হবে। ফলে যাতায়াতের সময় অনেক কমে যাবে। এছাড়া ধুবুলিয়ায় টিবি হাসপাতালের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে রানাঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমক খেতে হয়। তিনি রবীন্দ্রভবন তৈরির জন্য ১১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, ২ কোটি টাকার মধ্যে ওই প্রকল্প শেষ করতে হবে।

মমতাকে কি আর কেউ মা বলে ডাকার সাহস দেখাবে : দিলীপ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা মা বলে ডেকেছেন তাঁরা সবাই মায়ের ভোগে গিয়েছেন। ইতিপূর্বে গুরুং, ছত্রধর, কিষেনজির অবস্থা যেরকম হয়েছে বর্তমানে ভারতী ঘোষের অবস্থাও সেই পর্যায়ে যাচ্ছে। এরপর আর কেউ তাঁকে মা বলে ডাকবেন কিনা জানি না।’ সোমবার দলীয় দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতী ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঠিক এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ভারতী ঘোষ যা করেছেন তা যেমন ঠিক নয়, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যে পথ নিয়েছে তাও ঠিক নয়। এদিনও তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার রাস্তা সহজ। যে কেউ মিসড কল দিয়ে সদস্য হতে পারেন। তবে ভারতীদেবী দলে যোগদানের ব্যাপারে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলেই তাঁর ধারণা। সেই ধারণা থেকেই তিনি ইতিপূর্বে ওই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

ইতিপূর্বে ভারতী ঘোষের জন্য তাঁদের দলের দরজা খোলা রয়েছে বলে মন্তব্য করে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বেজায় ধমক খেতে হয়েছে দিলীপবাবুকে। এদিন ওই ব্যাপারে সাফাই দিতে গিয়েই দিলীপবাবু উপরোক্ত মন্তব্য করেন বলে রাজ্যের তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

মুখ্যমন্ত্রীর এদিন ইসকন মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপির ধাক্কায় মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে যাচ্ছেন তা ভালোই, এতে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্ম সঞ্চয় হবে ঠিকই, ভোটবাক্সে এর প্রভাব পড়বে না। অন্যদিকে, সমগ্র দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে যেভাবে আন্ত্রিক মহামারির আকার নিচ্ছে আর কলকাতার মেয়র তা নিয়ে যে মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছেন তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দেন তিনি। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র অনলাইনে অথবা রাজ্য নির্বাচন কমিশনে জমা নেওয়ার আবেদন করার পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনে কীভাবে ভোটলুঠ হয় এ রাজ্যে তা সরেজমিনে দেখার জন্য ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদলকে এ রাজ্যে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর মতে, সিমি, জামাত, আল-কায়দা জঙ্গিতে রাজ্য ছেয়ে গিয়েছে। তৃণমূল দুষ্কৃতীর হাতে তৃণমূলিরা খুন হচ্ছেন। রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ নেই। স্কুলে শিশু-ছাত্রীর উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়ংকর। সেদিকে নজর নেই মুখ্যমন্ত্রীর। অথচ ভারতী ঘোষকে ধরতে পুরো পুলিশ ও প্রশাসনকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরএসএসের অনুষ্ঠানে ডিজি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাজির হওয়া নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমল দিতে রাজি নন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, চেতনা মঞ্চ আরএসএসের নয়। স্বতন্ত্র সংগঠন। সীমান্ত এলাকায় কাজ করে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে চেতনা মঞ্চের সদস্যদের তথ্য বিনিময় হয়। তাই সেই মঞ্চে ডিজি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে কোনো বিতর্ক ওঠা উচিত নয়।

গতকাল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সেনাবাহিনীর তৎপরতাকে কটাক্ষ করে স্বয়ংসেবকদের বন্দনায় মুখর হওয়া নিয়ে দেশজুড়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে করা প্রশ্নে তিনি বলেন, মোহন ভাগবতের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশের যেকোনো বিপর্যয়ে স্বয়ংসেবকরাই সর্বাগ্রে ত্রাণকার্যে এগিয়ে যান। সে কথাকেই অপব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যম।

> ***মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা মা বলে ডেকেছেন তাঁরা সবাই মায়ের ভোগে গিয়েছেন। ইতিপূর্বে গুরুং, ছত্রধর, কিষেণজির অবস্থা যেরকম হয়েছে বর্তমানে ভারতী ঘোষের অবস্থাও সেই পর্যায়ে যাচ্ছে। এরপর আর কেউ তাঁকে মা বলে ডাকবেন কিনা জানি না।***

দুই অটোর রেষারেষিতে আহত ছাত্রী

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ)ঃ সোমবার বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার মিরাজানগর এলাকায় স্কুল থেকে ফেরার পথে বেপরোয়া অটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হল এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই আহত ছাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ঘাতক অটোটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হলেও চালক পলাতক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুটি অটো বেপরোয়াভাবে আসছিল। সামনের অটোতে বসেছিল ওই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীটি। গন্তব্যস্থলে নামতেই পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা অপর একটি অটো ওই ছাত্রীটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসে ওই আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। উত্তেজিত জনতা ওই ঘাতক অটোর চালককে ধরতে ব্যর্থ হন। এদিকে, উত্তেজিত জনতা ওই অটোয় আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আসে। তবে চালক এখনও পলাতক।

রেল লাইনে দাঁড়িয়ে সেলফি, হত ২

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ)ঃ রেললাইনে দাঁড়িয়ে বীরত্বের ভিডিয়ো ফোটো তুলতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই ছাত্রের। শুধু তাই নয়, ওই দলে থাকা অপর এক ছাত্র প্রাণে বেঁচে গেলেও তার ঠাঁই হল শ্রীঘরে। ঘটনাটি ঘটে সোমবার বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়ায়। মৃতরা হল শৈশব দুলুই ও সুনীল তাঁতি। দুজনই বেলঘরিয়ার ভৈরবচন্দ্র স্কুলের ছাত্র। জানা যায় যে, ৩ বন্ধু বেলঘরিয়া স্টেশনের ফুটব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে পিছনে আসা চলন্ত ডাউন নৈহাটি লোকালের ভিডিয়ো ফোটো তুলছিল। আর সেই ফোটো তোলাতে তাঁরা এতই মত্ত ছিল যে ট্রেনের উপস্থিতি বুঝতেই পারেনি। ফলস্বরূপ সেই ট্রেনটি এসে তাদের ধাক্কা মারে। একজন অবশ্য ছিটকে রেললাইনের ধারে পড়ে গেলেও দুজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। সঙ্গে সঙ্গে জিআরপির জওয়ানরা আহত ছাত্রকে যেমন গ্রেফতার করে তেমনি মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে তদন্তে পাঠায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আর তার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

নয়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ২৫০টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সংস্থাকে (পিএসিএস) ব্যাংকিং আউটলেটে উন্নীত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আরও বেশি পরিমাণ ও সংখ্যায় ঋণ দেওয়া যাবে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। রাজ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের পরিমাণ কম বলে সরকার মনে করে। এই প্রেক্ষিতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা কথা ভেবে এই উদ্যোগ বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

আরএসএসের নিন্দা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আরএসএসের সম্মেলনে বিএসএফের ডিজির উপস্থিতি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠল রাজ্য রাজনীতিতে। এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করেছে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সেনা বাহিনী নিয়ে মন্তব্য।

কলকাতার বিএসএফের ডিজির আরএসএস সম্মেলনে উর্দি পরে উপস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, উর্দি পরে কীভাবে উনি এলেন? সেনা নিয়ে মোহন ভাগবতের মন্তব্যে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, ওঁকে (ভাগবত) জিজ্ঞেস করা দরকার কীভাবে এসব বলেন। অন্যদিকে, বিরোধী নেতা আবদুল মান্নান ও সুমন চক্রবর্তী পৃথকভাবে তুমুল সমালোচনা করেন আরএসএসের কার্যকলাপের। বিধানসভা ভবনে বিরোধী নেতা আবদুল মান্নান অবিলম্বে আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। এই সংগঠনের সম্মেলনে বিএসএফের ডিজির উপস্থিতিকে তীব্র কটাক্ষে বিঁধে বলেন, রাজ্যে ও কেন্দ্রে কোনটা সংগঠন আর কোনটা প্রশাসন বোঝে না। রাজ্যেও প্রশাসনিক বৈঠকের নামে দলের কথা চলছে। দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস হচ্ছে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সেনা নিয়ে মন্তব্যর তীব্র সমালোচনা করে মান্নান বলেন, এমন কুরুচিকর বক্তব্য সেনাকে অসম্মান করেছে। অবিলম্বে এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তিনি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী পৃথকভাবে আরএসএসকে তুলোধোনা করে বলেন, রাজনৈতিক শূন্যতা চাপা দেওয়ার জন্য বিএসএফের উর্দিধারীদের ব্যবহার করছে। সেনাবাহিনী নিয়ে মোহন ভাগবতের বক্তব্য তিনি দেশদ্রোহিতা বলে মন্তব্য করেন। বলেন, সেনাকে অসম্মান, খাটো করা হচ্ছে। যা দেশের পথে বিপজ্জনক। কেন্দ্রর মেরুদণ্ড থাকলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এইদিনের ইসকন মন্দির সফর নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। বলেন, মানুষ বিপদে আছেন। তাঁদের দেখা দরকার। সেই সব না করে উনি ইসকন, কপিলমুণি আশ্রম ইত্যাদি জায়গায় যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে মন্দির স্থাপন নিয়ে তৎপরতারও সমালোচনো করেন তিনি। নদিয়ার জলসার আসরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার হত্যা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন সুজনবাবু। বলেন, এই আমলে শুধু প্রতিবাদী, বামপন্থীই নয়, শাসকদলের নেতা-সমর্থকরাও নিরাপদ না।

ছাত্রীদের যৌন হেনস্তা, ধৃত শিক্ষক

রামপুরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রীদের সঙ্গে যৌন হেনস্তার অভিযোগে এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জানা গিয়েছে, রামপুরহাট পশ্চিম চক্রের ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তরুণ গড়াই। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন থেকে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চার ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা করছিল। দিনকয়েক থেকে ওই চার ছাত্রী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় বিষয়টি সামনে আসে। এরপর সোমবার কয়েকজন অভিভাবক স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। অভিযুক্ত শিক্ষক তরুণ গড়াইকে টেনেহিঁচড়ে ক্লাসরুম থেকে বাইরে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে ওই শিক্ষককে আটক করে নিয়ে যায়। পরে অভিভাবকদের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে তরুণবাবুকে।

বকেয়া কন্যাশ্রীর টাকা ৭ দিনে মেটানোর নির্দেশ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ এক সপ্তাহের মধ্যে রুপালি দত্তের কন্যাশ্রীর টাকা মেটান। না হলে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে। খানাকুলের ১-এর বিডিওর উদ্দেশে এমনই বার্তা দিল সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে ৪ বছর পরও কন্যাশ্রীর টাকা না পেয়ে রুপালির উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থমকে যায়। পরিবারের লোকেরা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেয়।

হুগলির রাধানগর রাজা রামমোহন কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া রুপালি দত্ত ২০১৪ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন ২৫ হাজার টাকার জন্য আবেদন করেন। ২০১৬ সালে হুগলির এসডিও এবং বিডিওর কাছে ওই নথি পরীক্ষার জন্য পৌঁছোয়। ২০১৭ সালে ওই ছাত্রীকে জানানো হয় যে, সিস্টেম ক্লোজ হয়ে গিয়েছে। ফলে ওই ছাত্রীর কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন রুপালি দ্বারস্থ হন কলকাতা হাইকোর্টের। ছাত্রীর আইনজীবী শুভনীল চক্রবর্তী বলেন যে, ৩ বছর ধরে ছাত্রীটি অপেক্ষা করার পর জানানো হচ্ছে সিস্টেম বন্ধ গিয়ে গিয়েছে! এটা কখনও হয় নাকি ! আইনজীবীর কথা শুনে আদালতও বলে, এটা হয় নাকি! রাজ্যের কাছে গত ৬ ফেব্রুয়ারি এর ব্যাখ্যা চায় আদালত। এদিকে, এই কয়েকদিন মামলাটি স্থগিত থাকার পর এদিন ফের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের এজলাসে মামলাটি ওঠে। রাজ্য সরকারের তরফে মেনে নেওয়া হয় এতদিন ধরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা বকেয়া থাকার কথা। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, ৭ দিনের মধ্যে ওই ছাত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পের এককালীন ২৫ হাজার টাকা না পেলে খানাকুলের এক নম্বর বিডিওর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিয়েতে লোক খাওয়ানোর বদলে রক্তদান শিবির

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রকমারি আলোর ঝলকানির মধ্যে গান বাজিয়ে লোক খাওয়ানো নয়, রক্তদান শিবির করেই বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করলেন মেদিনীপুরের ব্যবসায়ী সন্দীপ রায়। যেখানে নবদম্পতি সহ তাঁদের বিয়েতে আসা ৩৫ জন অতিথি রক্তদান করেছেন। মুমূর্ষু রোগীদের কথা ভেবেই এই বিশেষ উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের নবদম্পতি সন্দীপ এবং শ্রীলা।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ঘাটালের বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সি শ্রীলা মণ্ডলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন ৩১ বছর বয়সি সন্দীপ রায়। তারপর সেদিনই সন্ধ্যায় সন্দীপ তাঁর বাড়ির সামনে প্যান্ডেল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এর কারণ হিসেবে সন্দীপ বলেন, ‘প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে রাজ্যে রক্তের অভাব দেখা দেয়। সেটা ভেবেই বিয়ের অনুষ্ঠান হিসেবে রক্তদান শিবির করার পরিকল্পনা করি।’ সন্দীপের বন্ধু এবং পরিবারের সকলেই তাঁর এই অভাবনীয় পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাই তাঁরাই প্যান্ডেল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন এবং শিরোনামে লেখেন, ‘সন্দীপের বিয়েতে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হব আমরা সবাই।’ বিয়ের অনুষ্ঠান হিসেবে সন্দীপের এই উদ্যোগকে অভিবাদন জানিয়ে কলকাতা মেডিকেল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডি আশিস বলেন, ‘এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সন্দীপের এই উদ্যোগ অন্যান্য যুবদেরও বিয়েতে রক্তদান শিবির করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।’

বিয়ের অনুষ্ঠানে রক্তদান বা রক্তদান শিবিরের আয়োজন অবশ্য এটাই প্রথম নয়। ২০১৩ সালে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়ার বাসিন্দা শুভেন্দু কুমার প্রতাপও তাঁর বিয়েতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। আবার গতবছরের ডিসেম্বরে বিয়েতে রক্তদান করেছিলেন এক চিকিৎসক দম্পতি।

দলের ক্ষমতা মাপতেই ফব-র একক সমাবেশ

স্বরূপ বিশ্বাস ● কলকাতা

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিরোধিতার কথা মুখে সবাই বলছে। মিছিলও এক আধটা হয়েছে। কিন্তু শুধু এই ইশ্যুতে কলকাতার বুকে এখনও কোনো সমাবেশ হয়নি। এই আক্ষেপ নিয়েই এবার এই ইশ্যুতে আগামী শনিবার রানি রাসমণি রোডে এককভাবে কলকাতায় সমাবেশ করছে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক। তবে এই বাম শরিক দলটি যে আদতে পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলের প্রকৃত চেহারাটা দেখে নিতে চায়, তা সোমবার গোপন করেননি দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর আক্ষেপ, সিপিএম থেকে শুরু করে বামেরা সবাই মুখে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিরোধিতার কথা বলছে কিন্তু সমাবেশ ডাকা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কারও। অগত্যা সমাবেশের ডাক দিয়েছে তাঁর দল। রাজ্য ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর এই প্রথম এককভাবে দলের সমাবেশ। সমাবেশ ডেকে দলটার প্রকৃত অবস্থানটাও তো দেখে নেওয়া দরকার। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের একক দলীয় কর্মসূচি এই প্রথম।

ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদকের আশা, তাঁদের সমাবেশে লোক হবে। ১০-১২ হাজার তো বটেই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম তো আছেই। অন্যান্য জেলা থেকেও দলের কর্মী-সমর্থকরা আসবেন। বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ সব জেলা থেকেই তাঁদের লোকেরা আসবেন। শাসকদল তৃণমূলের রাজত্বে দলের কর্মী-সমর্থকদের বড়ো অংশ সমাবেশে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কতটা সক্রিয় হবে সেই বিষয়ে সংশয় আছে তাঁদের। সে কথা কবুল করেও ‘সাহসী’ এই একক সমাবেশের সাফল্য আশা করছেন নরেনবাবুরা। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার মরশুম এখন। তাই জেলায় জেলায় এই নিয়ে সমাবেশ হবে না। জেলায় এবং ব্লকে দলের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল হবে মাইক ছাড়াই জানালেন নরেনবাবু।

এডিসির প্রশ্নে রাজ্যের মতামত জানানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি ও আমনতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ দেখতে ইতিপূর্বে কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাসেট ডিজপোজাল কমিটি বা এডিসি। এবার ওই কমিটির বৈঠক কোথায় বসবে এবং তার খরচই বা কে দেবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকারকে আগামী ৫ মার্চের মধ্যেই বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে ওই ব্যাপারে তাদের উত্তর জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য চিটফান্ড মামলাগুলিতে আমনতকারীদের টাকা ফেরাতে এক সদস্য বিশিষ্ট প্রাক্তন বিচারপতি শৈলেন্দ্রপ্রসাদ তালুকদারের কমিটির সঙ্গে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটিকে জুড়ে দিয়ে একত্রে দুই কমিটির পক্ষে কাজ করা সম্ভব কিনা সেই বিষয়েও রাজ্য সরকারের মতামত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতিদ্বয় এদিন ওই ব্যাপারে লিখিত কোনো নির্দেশ না দিলেও আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত ওই অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি যাতে কোনো বৈঠক না করে সেই ব্যাপারে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

প্রয়াত মহম্মদ আমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশিষ্ট সিপিএম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মহম্মদ আমিনের জীবনাবসান হয়েছে। এদিন দুপুরে তাঁর প্রয়াণের খবরে বামপন্থী ও শ্রমজীবী মহলে শোকের ছায়া নামে। বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০। তরুণ বয়স থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তিনি। যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। প্রাক্তন সাংসদ ও দলের পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য, শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী এই নেতা ছিলেন উর্দু সাহিত্যে সুপণ্ডিত। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি করার দায়ে পূর্বতন পাক সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জীবনও কাটিয়েছিলেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জীবনের ধূপছাঁও-তে তাঁর বর্ণময় জীবনকথা জনপ্রিয় হয়েছে। উর্দু সাপ্তাহিক কিষান মজদুরের সম্পাদনা করেছেন। বহু রাজনৈতিক বই অনুবাদও করেছেন। বামফ্রন্ট আমলে পরিবহণ, শ্রম, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। চটকল শ্রমিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী নেতা, ২০১৫ সাল থেকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন। পার্টি ও শ্রমিক নেতা হিসেবে তিনি দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। প্রবীণ এই শ্রমিক নেতার মৃত্যুতে সিপিএম সহ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।